71

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

বিকেএসপির শিক্ষার মান, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের যোগ্যতা লইয়া নানা প্রশ্ন

রেজানুর রহমান ।। দেশের একমাত্র সরকারী ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্টান বিকেএসপি'র শিক্ষার মান এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মকর্তাদের যোগ্যতা নিয়া প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। বিকেএসপি'তে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে সঠিক কোন নীতিমালা মানা হইতেছে না। বিগত বছরগুলিতে প্রায় অক্ষরজ্ঞানহীন খেলোয়াড়কে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ স্বয়ং ছাত্রদেরকে নকল

(১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিকেএসপির

(১ম পৃঃ পর)

করার ব্যাপারে উৎসাহ যোগাইয়াছেন—এই কথা স্বীকার করিয়াছেনবিকে এসপি'র শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। সম্প্রতি প্রকাশিত এস এস সি পরীক্ষায় ফলাফলের ক্ষেত্রে বিকেএসপি'র দুর্বল পারফরমেন্সের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের নয়া মহাপরিচালক ইহার কারণ সনাক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকার নামে প্রাতিষ্ঠানিক পত্র লেখার পর বিকেএসপি'র আসল চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১৯৯৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার বিকেএসপি হইতে ৩৮ জন ছাত্র অংশ নিয়াছিল। তন্মধ্যে পাস করিয়াছে মাত্র ১০ জন। এস এস সি পরীক্ষার ফলাফলে বিকেএসপি'র কেন এই বিপর্যয় মহাপরিচালকের এতদসংক্রান্ত চিঠির প্রেক্ষিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ যৌথভাবে এক উত্তরপত্রে জানাইয়াছেন, ১৯৯৭ সালে বিকেএসপিতে যে সকল ছাত্র এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাদের ন্যূনতম মেধা যাচাই না করিয়া ভর্তি করা হইয়াছিল। প্রায় অক্ষরজ্ঞানহীন কতিপয় খেলোয়াড়কে কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। বার্ষিক পরীক্ষায় তাহারা প্রায় সকলেই অকৃতকার্য হয় এবং শিক্ষকরা তাহাদেরকে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ না করার জন্য অধ্যক্ষের নিকট জোরালো দাবী করেন। কিন্তু এই দাবী মানা হয় নাই। এসএসসি'র ফল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে বলা হয়, ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে পরীক্ষার হলে নকল করিতে না দেওয়ার কারণে ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে তৎকালীন মহাপরিচালকের কক্ষে যায়। মহাপরিচালক ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নির্মম ও অশালীন ভাষায় শিক্ষকদের গালাগাল করেন। ঘটনাটি দাবানলের মত ছাত্রদের মাঝে ছড়াইয়া পড়ে এবং ছাত্ররা এই বিষয়ে নিশ্চিত হয় যে, ১৯৯৭ সালে শিক্ষ[illegible] অবশ্যই নকল করিতে দিতে বা[illegible] ফলে তাহারা লেখাপড়ার [illegible] নকল প্রবণতার দিকে অতি[illegible] হইয়া উঠে। দীর্ঘ ৩ বছ[illegible] এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অকি[illegible]

পদ খালি পড়িয়া আছে। প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখার সহকারী অধ্যাপক আবদুল বারী ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তাহার যোগ্যতা নিয়া প্রশ্ন উঠায় কর্তৃপক্ষ তাহাকে অধ্যক্ষের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। একটি সূত্র জানায়, আবদুল বারী বিকেএসপির মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন। অথচ শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত তাহার প্রত্যয়নপত্র ভুয়া বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আবদুল বারী নিজেকে ঝিনাইদহের মাহতাব-উদ্দিন ডিগ্রী কলেজের বাংলা বিভাগে কর্মরত ছিলেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এই ব্যাপারে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রত্যয়নপত্র বিকেএসপিতে জমা দিয়াছিলেন। কিন্তু বিকেএসপি কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে খোঁজ নিয়া জানিতে পারিয়াছে মাহতাবউদ্দিন ডিগ্রী কলেজ হইতে আবদুল বারীকে কোন প্রতায়নপত্র দেওয়া হয় নাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা জানান, নূতন ছাত্র ভর্তির কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই। প্রশাসনিক নিয়ম শৃংখলা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষকদের মধ্যে কে কখন ক্লাস গ্রহণ করিতেন তাহার রেজিষ্টার অনুসরণ করা হইত না। ৩টি বিষয়ের কোচ (প্রশিক্ষক) থাকা সত্বেও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয় নাই। ছাত্রী ভর্তির নিয়ম থাকা সত্বেও তাহা মানা হয় নাই। বিকেএসপি'র শুরুতে যেখানে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩ শত জন। সেখানে বিগত ৩ বছরে ছাত্র সংখ্যা আসিয়া দাঁড়ায় ১৫০ জন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর চলতি বছরে নূতন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৮৫। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা পদ্ধতি এবং পড়াশুনার চাপ প্রয়োগ প্রক্রিয়া নিয়া শুরু হইয়াছে নূতন করিয়া দ্বন্দ্ব। ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলিয়া কি ছাত্র-ছাত্রীরা পাবলিক পরীক্ষায় অসম্মানজনক ফল লাভ করিবে? বিকেএসপি'র শিক্ষার্থীরা কি স্বতন্ত্র ধারায় গড়িয়া উঠিবে না? এই ধরনের নানা প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। জানা গেল, বিকেএসপি'র ১০ম শ্রেণীর জনৈক ছাত্র নাকি ইংরেজী উচ্চারণ করিয়া পড়িতে জানে না। পরীক্ষায় বাংলায় ফেলের চিত্রও করুণ। বর্তমান মহাপরিচালক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ম-শৃঙ্খলায় রাখা, ভদ্র আদব-কায়দা চর্চা, ইংরেজী ও বাংলায় শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা, বিশেষ করিয়া কাটা চামচের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষকদের জোর দিয়াছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক কিছুই মানা হইতেছে না। চলতি বছর প্রতিষ্ঠানের স্কুল শাখায় ছাত্রী ভর্তি করা হইয়াছে। তাহাদের রাখা হইয়াছে স্বতন্ত্র একটি হলে। নিয়ম অনুযায়ী ছাত্রীদের সহিত একজন শিক্ষিকার রাতে হলে থাকার কথা। কিন্তু এই নিয়মও মানা হইতেছে না।

উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালে বিকেএসপি'র শুরুর পর্বে মাত্র ৬০ জন ছাত্রের জন্য একজন অধ্যক্ষ একজন সহযোগী অধ্যাপক দুইজন সহকারী [illegible] ও ১৮ জন প্রভাষক [illegible] বর্তমানে ৩৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাত্র ১৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রহিয়াছে। এ ব্যাপারে যুব ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলেন, বিগত সরকারের খামখেয়ালি ও অদূরদর্শিতার কারণে বিকেএসপিতে অনেক অনিয়ম করা হইয়াছে। যোগ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খেলোয়াড় তৈরী করার লক্ষ্যে বিকেএসপি'র সকল অনিয়ম দূর করা হইবে। দোষী কাহাকেও ক্ষমা করা হইবে না। আগামী ১ বছরের মধ্যে বিকেএসপিকে একটি অহংকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।